অভ্যন্তরীণ আমন ধান ও সিদ্ধ চাল সংগ্রহ ২০২২-২৩ এর বিষয়ে ১৪/১২/২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত জেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটির সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : হাবিবুর রহমান, জেলা প্রশাসক, বরগুনা।
স্থান : জেলা প্রশাসক, বরগুনা এর অফিস কক্ষ।
তারিখ : ১৪/১২/২০২২ খ্রিঃ।
সময় : দুপুর ১২.৩০ ঘটিকা।

উপস্থিত সদস্যবৃন্দের নামের তালিকা "পরিশিষ্ট-ক"

সভাপতি জেলা আমন ধান ও সিদ্ধ চাল সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি, বরগুনা উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, বরগুনা ও সদস্য সচিব জানান যে, চলতি আমন ধান ও চাল সংগ্রহ ২০২২-২৩ মৌসুমে এ জেলার ৬টি উপজেলায় ৫৮৪২.০০০ মে.টন আমন ধান ও ৩৩৪০.০০০ মে.টন আমন সিদ্ধ চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে। সংগ্রহ কার্যক্রম ধান ও আমন সিদ্ধ চাল ১৭/১১/২০২২ হতে ২৮/০২/২৩ তারিখ পর্যন্ত চলবে। প্রতি কেজি আমন ধানের সংগ্রহ মূল্য = ২৮/- (আটাশ) টাকা ও আমন সিদ্ধ চালের সংগ্রহ মূল্য ৪২/- (বিয়াল্লিশ) টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। সদস্য সচিব এ জেলার উপজেলাভিত্তিক প্রাপ্ত বরাদ্দ লক্ষ্যমাত্রা সভায় উপস্থাপন করেন যা নিম্নরূপ:

আমন ধান সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা/২০২২-২০২৩

ক্রমিক	জেলার নাম	উপজেলার নাম	আমন ধান ও চাল সংগ্রহ/২০২২-২৩ এর লক্ষ্যমাত্রা (মে. টন)	
			ধান	চাল
১	বরগুনা	বরগুনা সদর	১৫১০.০০০	০
২		বেতাগী	৬২৭.০০০	০
৩		আমতলী	১৩৯৭.০০০	১৭৯২.০০০
৪		তালতলী	৯৬৬.০০০	১১৬১.০০০
৫		পাথরঘাটা	৯৭৬.০০০	২৫৯.০০০
৬		বামনা	৩৬৬.০০০	১২৮.০০০
		মোট =	৫৮৪২.০০০	৩৩৪০.০০

সংগ্রহতব্য ধানের সংক্ষিপ্ত বিনির্দেশ নিম্নরূপ:

(ক)	আর্দ্রতা	-	১৪% সর্বোচ্চ
(খ)	বিজাতীয় পদার্থ	-	০.৫% সর্বোচ্চ
(গ)	ভিন্নজাতের ধানের মিশ্রণ	-	৮% সর্বোচ্চ
(গ)	অপুষ্ট ও বিনষ্ট দানা	-	২% সর্বোচ্চ
(ঘ)	চিটা	-	০.৫% সর্বোচ্চ

সংগ্রহতব্য চালের সংক্ষিপ্ত বিনির্দেশ নিম্নরূপ:

(ক)	আর্দ্রতা	-	১৪% সর্বোচ্চ
(খ)	বড় ভাঙ্গা দানা	-	৬% সর্বোচ্চ
(গ)	ছোট ভাঙ্গা দানা	-	২% সর্বোচ্চ
(ঘ)	বিনষ্ট দানা		০.৫%
(ঙ)	মরাদানা	-	০.৫%
(চ)	বিবর্ণ দানা		০.৫%
(ছ)	ভিন্ন জাতের মিশ্রণ	-	০.৫%
(জ)	বিজাতীয় পদার্থ	-	০.৩%
(ঝ)	ভিন্ন জাতের মিশ্রণ	-	৮%
(ঞ)	অর্ধ সিদ্ধ দানা	-	১%
(ট)	খড়িময় দানা	-	০%
(ঠ)	ছাটাই	-	উত্তম

সভাপতি সভায় অবহিত করেন যে, অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ নীতিমালা/২০১৭ মোতাবেক প্রকৃত কৃষকের নিকট হতে ধান সংগ্রহ করতে হবে। জেলার সকল উপজেলা কৃষি অফিস কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড ও জাতীয় পরিচয় পত্রের ভিত্তিতে কৃষক তালিকা প্রণয়ন করবেন। তালিকায় প্রান্তিক ও মহিলা কৃষক অগ্রাধিকার পাবে। প্রণয়নকৃত তালিকা হতে লটারীর মাধ্যমে কৃষক নির্বাচন করতে হবে এবং নির্বাচিত তালিকার মধ্য অন্তর্ভুক্ত কৃষকের নিকট হতে ধান সংগ্রহ করতে হবে। তালিকা বহির্ভূত কোন ব্যক্তি, কৃষক, ব্যবসায়ী বা ফড়িয়ার নিকট হতে ধান ক্রয় করা যাবে না। অধিক সংখ্যক কৃষককে সুযোগ প্রদানের লক্ষ্যে উপজেলা কমিটি একজন কৃষকের নিকট থেকে সর্বনিম্ন ০৩ (তিন) বস্তা পরিমাণ অর্থাৎ ১২০(একশত বিশ) কেজি ধান এবং সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) মে.টন পর্যন্ত ধান সংগ্রহ করতে পারবেন। কৃষক গুদামে ধান সরবরাহের পূর্বে কৃষি বিভাগ হতে ধানের আর্দ্রতা যাচাই/বাছাই করবেন এবং কৃষি বিভাগ এক্ষেত্রে কৃষককে সার্বিক সহযোগিতা করবেন। কৃষক নিজ খরচে গুদামে ধান সরবরাহ করবেন। বিনির্দেশ বহির্ভূত ধান গুদামে নিয়ে আসলে তা কৃষক নিজ ব্যবস্থাপনায় শুকিয়ে এবং ঝাড়পোষ করে নিজ ব্যবস্থাপনায় বিনির্দেশ সম্মত করে বস্তা বন্দি অবস্থায় গুদামে ধান সরবরাহ করবেন।

অতঃপর সদস্য সচিব সভাকে অবহিত করেন যে, অত্র জেলায় ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা সর্বমোট ৫৮৪২.০০০ মে. টন নির্ধারণ হওয়ায় জেলার সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা পূরণের লক্ষ্যে ১ (এক) জন কৃষকের নিকট হতে সর্বোচ্চ ৩০০০ (তিন হাজার) কেজি ধান সংগ্রহ করা যেতে পারে বলে সভাকে জানান। সভাপতি এবং কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ আলোচ্য বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

১। ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা পূরণের স্বার্থে অধিক সংখ্যক কৃষককে সুযোগ প্রদানের লক্ষ্যে উপজেলা কমিটি একজন কৃষকের নিকট থেকে সর্বনিম্ন ০৩ (তিন) বস্তা পরিমাণ অর্থাৎ ১২০ (একশত বিশ) কেজি ধান এবং সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) মে.টন (কম/বেশী) ধান সংগ্রহ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২। লটারীর মাধ্যমে নির্বাচিত কৃষক তালিকা থেকে সকল কৃষক ক্রয়কেন্দ্রে ধান নিয়ে না আসলে সেই তালিকা বহাল রেখে পুনরায় আরও একটি তালিকা প্রণয়ন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৩। কৃষকদের নাম, ঠিকানাসহ বিস্তারিত তথ্যাদি এলএসডির রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে, সেই সাথে জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি/কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ডের কপি গুদামে সংরক্ষণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৪। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, দ্রুত সময়ের মধ্যে কৃষকের তালিকা সরবরাহ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৫। সংগ্রহতব্য ধানের বিনির্দেশ যথাযথভাবে অনুসরণ করে উপজেলা ধান সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটিসহ সংশ্লিষ্ট সকলেই ধান সংগ্রহ কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং নিশ্চিত করবেন এবং উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে চলমান নির্দেশনা কঠোরভাবে অনুসরণ করা হবে মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৬। উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ স্ব-স্ব উপজেলার চালকল মালিকদের উদ্বুদ্ধ করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চুক্তিপত্র সম্পাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে লক্ষ্যমাত্রায় ধার্যকৃত ৩৩৪০.০০০ মে. টন আমন চাল সংগ্রহ করবেন।

৭। অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ নীতিমালা/২০১৭ অনুযায়ী উপজেলাভিত্তিক বরাদ্দের বিপরীতে চুক্তিপত্র সম্পাদনকারী চালকল সমূহের অনুকূলে তাদের পাক্ষিক ছাঁটাই ক্ষমতারভিত্তিতে বরাদ্দ প্রদান করা হবে।

৮। কোন উপজেলায় সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সম্ভাবনা না থাকলে, সংগ্রহ নীতিমালা মোতাবেক জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক জেলার ক্রয় কেন্দ্র সমূহের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা সমন্বয় করবেন মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৯। কোন মিলার চাল সরবরাহের চুক্তি সম্পাদন না করলে/চুক্তি সম্পাদন করে চাল সরবরাহে ব্যর্থ হলে, তা সদস্য সচিব সমন্বয় করতে পারবেন। লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হলে সদস্য সচিব প্রয়োজনে তা সমর্পণ করতে পারবেন।

১০। এ জেলায় পরবর্তীতে কোন বরাদ্দ পাওয়া গেলে তা সদস্য সচিব আগ্রহী মিলের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করে সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারবেন মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১১। চাল সংগ্রহের ক্ষেত্রে বস্তায় মানসম্মত সেলাই, সংগ্রহ মৌসুম, মিলের নাম সম্বলিত স্টেনসিল ব্যবহার এবং সঠিক বস্তায় সঠিক পরিমাপে চাল ক্রয় করবেন। বিনির্দেশ বহির্ভূত এবং উক্ত নির্দেশনা অমান্য করে চাল ক্রয় করা হলে ক্রয়কারী কর্মকর্তা ও মূল্যপরিশোধকারী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১২। অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ নীতিমালা/২০১৭ এবং চলমান নির্দেশনা কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে। এছাড়া পরবর্তীতে এ সংক্রান্ত কোন নির্দেশনা আসলে তা এই কার্যবিবরণীর অন্তর্ভূক্ত হিসেবে গণ্য হবে।

১৩। সংগ্রহ নীতিমালা মোতাবেক ধান ও সিদ্ধ চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা সফল করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।

১৪। সভাপতি জেলা চাল কল মালিক সমিতি সভায় নিশ্চিত করেন যে, সকলের সহযোগিতা থাকলে জেলার চুক্তিবদ্ধ মিলারগণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চুক্তির সমুদয় চাল গুদামে সরবরহ করা হবে।

১৫। উপজেলা সংগ্রহ কমিটি সংগ্রহ কার্যক্রম নিবির ভাবে তদারকি করবেন।

১৬। সংশ্লিষ্ট উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ সংগ্রহ কার্যক্রম সফল করার নিমিত্ত বহুল প্রচারের ব্যবস্থা করবেন।

১৪/১২/২০২২

(হাবিবুর রহমান)
জেলা প্রশাসক
ও
সভাপতি
জেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি, বরগুনা।

স্মারক নং-১৩.০১.০৪০০.০০৮.৪৫.০৩৬.২২-৩২৪৮(১৫)

তারিখ: ২৫ অগ্রহয়ণ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ / ১৪ ডিসেম্বর'২০২২ খ্রি.

অনুলিপিঃ (সদয় জ্ঞাতার্থে/ জ্ঞাতার্থে ও কাযার্থে) জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়ঃ

১। মাননীয় সংসদ সদস্য, নির্বাচনী এলাকা ..... বরগুনা।'
২। মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩। বিভাগীয় কমিশনার, বরিশাল বিভাগ, বরিশাল।
৪। পরিচালক, সংগ্রহ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৫ আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, বরিশাল বিভাগ, বরিশাল।
৬। চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ বরগুনা সদর/আমতলী/বামনা/বেতাগী/পাথরঘাটা/তালতলী, বরগুনা।
৭। উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বরগুনা।
৮। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বরগুনা সদর/আমতলী/বামনা/বেতাগী/পাথরঘাটা/তালতলী, বরগুনা।
৯। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, বরগুনা।
১০। জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, বরগুনা।
১১। জনাব মোঃ আলতাফ হোসেন, কৃষক প্রতিনিধি, বরগুনা।
১২। জনাব মোঃ নেছার উদ্দিন, জেলা চাল মালিক সমিতির সভাপতি, বরগুনা।
১৩। উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, বরগুনা সদর/আমতলী/বামনা/বেতাগী/পাথরঘাটা/তালতলী, বরগুনা।
১৪। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বরগুনা সদর/আমতলী/বামনা/বেতাগী/পাথরঘাটা/তালতলী, বরগুনা।
১৫। দপ্তর কপি।

(মোহাম্মদ বাবুন হোসেন)
জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক
ও
সদস্য সচিব।
জেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি, বরগুনা।